যুগান্তর

গ্যাসের অপচয় রোধে জেজিটিডিএসএল'র উদ্যোগ

এ বি এম শামছুল হাসান

২২ আগস্ট ২০২৩, ০০:০০:০০ | প্রিন্ট সংস্করণ

ফাইল ছবি

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম চালিকাশক্তি প্রাকৃতিক গ্যাস। মূল্যবান প্রাকৃতিক গ্যাসের সাশ্রয়ী, দক্ষ ও টেকসই ব্যবহার নিশ্চিতকরণসহ গ্রাহকসেবার মানোন্নয়ন এবং জনগণের মধ্যে জ্বালানি সাশ্রয়ের মনোভাব সৃষ্টির লক্ষ্যে দেশব্যাপী প্রিপেইড মিটার স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। শতভাগ আবাসিক গ্রাহকের আঙিনায় প্রিপেইড গ্যাস মিটার স্থাপনে সরকারি নির্দেশনার অংশ হিসাবে সিলেট সিটি করপোরেশন ও সদর উপজেলার

বিভিন্ন এলাকায় জালালাবাদ গ্যাস টি অ্যান্ড ডি সিস্টেম লি. (জেজিটিডিএসএল)-এর সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়নে আবাসিক শ্রেণিতে ৫০ হাজার প্রিপেইড গ্যাস মিটার স্থাপনের জন্য একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রিপেইড গ্যাস মিটার হলো কন্টাক্টলেস স্মার্ট কার্ডভিত্তিক উন্নত ও আধুনিক ডিজিটাল প্রযুক্তির মিটার।

প্রকল্পটির এলাকাভুক্ত শাহজালাল উপশহর, হাউজিং এস্টেট, দরগা মহল্লা, মিয়া ফাজিলচিশত, সুবিদবাজার, পাঠানটুলা, বাগবাড়ি, লামাবাজার, দাড়িয়াপাড়া, শেখঘাট, জিন্দাবাজার, সোবহানিঘাট, বড়বাজার, শাহী ঈদগাহ, বালুচর, শিবগঞ্জ, মেজরটিলা ও তৎসংলগ্ন এলাকায় মাঠ পর্যায়ে গ্রাহক আঙিনায় জরিপসহ প্রিপেইড গ্যাস মিটার স্থাপন শুরু হয়েছে।

সিলেটে জালালাবাদ গ্যাসের আবাসিক শ্রেণিতে চুলার সংখ্যা প্রায় ২ লাখ ১৯ হাজার। এর মধ্যে একক চুলায় সংযোগ প্রায় ১৫ হাজার এবং অবশিষ্ট প্রায় ২ লাখ ৪ হাজার দ্বৈত চুলায় সংযোগ রয়েছে। এসব চুলায় গড়ে প্রায় ৬৬ ঘনমিটার গ্যাস ব্যবহার হয়ে থাকে। দায়িত্বশীল সূত্রে জানা যায়, প্রিপেইড গ্যাস মিটার স্থাপনের ফলে গ্রাহকদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি ও জ্বালানি সাশ্রয়ের মনোভাব সৃষ্টির ফলে গড় ব্যবহার দাঁড়াবে প্রায় ৪০ ঘনমিটার। ফলে মূল্যবান প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ সাশ্রয় হবে, যার আর্থিক মূল্য বছরে কয়েক কোটি টাকা।

আশির দশক থেকে বিভিন্ন খাতে গ্যাস ব্যবহার শুরু হলেও সিলেট অঞ্চলে এই প্রথম প্রিপেইড গ্যাস মিটার স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। শতভাগ আবাসিক গ্রাহকদের আঙিনায় প্রিপেইড গ্যাস মিটার স্থাপনের সরকারি নির্দেশনার অংশ হিসাবে সিলেট সিটি করপোরেশন ও সদর উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় প্রাথমিকভাবে ৫০ হাজার প্রিপেইড মিটার স্থাপন করা হলেও পর্যায়ক্রমে সব আবাসিক সংযোগ প্রিপেইড মিটারের আওতায় আনা হবে।

এদিকে প্রিপেইড মিটার স্থাপনে ঠিকাদারের পক্ষ থেকে গ্রাহকদের কাছে টাকা দাবির অভিযোগ শোনা যায়। এ বিষয়ে জালালাবাদ গ্যাসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইঞ্জিনিয়ার মন্জুর আহমদ চৌধুরী জানান, সম্পূর্ণ বিনামূল্যে প্রিপেইড গ্যাস মিটার স্থাপন ও সরবরাহ করা হচ্ছে। মিটার স্থাপনের মাধ্যমে একদিকে যেমন গ্যাসের অপচয় রোধ হবে, অপরদিকে গ্রাহক ও কোম্পানি উভয়ের গ্যাস ব্যবহার ও অর্থ সাশ্রয় হবে। তবে এক্ষেত্রে গ্রাহকের পুরোনো জিআই লাইন লিকেজমুক্ত থাকা প্রয়োজন।

কোনো কোনো স্থানে দেখা যায়, গ্রাহকদের রাইজার থেকে কিচেন পর্যন্ত লিকেজ থাকায় কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় সাশ্রয় হচ্ছে না। পাইপলাইন চেকিংয়ের পর দেখা যাচ্ছে, গ্রাহকের চুলার পেছনের ভাল্ব ও হুস পাইপে লিকেজ থাকায়ও মিটারে গ্যাস ব্যবহার বেশি হয়। বিষয়টি গ্রাহককে তাৎক্ষণিক জানানো হলে গ্রাহক তা নিজ উদ্যোগে ঠিক করছেন। গ্রাহকদের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি পেলেই গ্যাস অনেকাংশে সাশ্রয় হবে, এটি আশা করা যায়।

সিঙ্গেল বার্নারের স্থলে ডাবল বার্নার ব্যবহারের অভিযোগ রয়েছে-এ বিষয়ে তিনি বলেন, জালালাবাদ গ্যাস একটি অবৈধ সংযোগমুক্ত প্রতিষ্ঠান এবং এর সিস্টেম লস ১ শতাংশের নিচে। কোম্পানির ভিজিল্যান্স টিমসহ সংশ্লিষ্টরা নিয়মিত গ্রাহক আঙিনা পরিদর্শন করে থাকেন। একক চুলা ব্যবহারকারীর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দ্বৈত চুলা ব্যবহারের অনুমতি দিচ্ছি এবং

এ বিষয়ে অনেক আবেদন পাওয়া যাচ্ছে। জালালাবাদ গ্যাসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইঞ্জিনিয়ার মন্জুর আহমদ চৌধুরী আরও জানান, সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সরবরাহকৃত প্রিপেইড গ্যাস মিটার স্থাপনের বিষয়ে কেউ কোনো অর্থ বা অনৈতিক সুবিধা দাবি করলে জালালাবাদ গ্যাসে অভিযোগ করলে সমস্যার সমাধান করা হবে।

প্রিপেইড মিটার প্রকল্পের পরিচালক প্রকৌশলী লিটন নন্দী জানান, প্রিপেইড মিটার স্থাপন করা হলে কোম্পানির চেয়েও গ্রাহকই বেশি লাভবান হবেন। গ্রাহক যেমন কম খরচে ডিজিটাল সেবা পাবেন, তেমনই রোধ হবে গ্যাসের অপচয়ও। আগে যেমন ম্যাচের একটি কাঠির খরচ বাঁচাতে গ্যাসের চুলা জালিয়ে রাখতেন প্রিপেইড মিটার ব্যবহারের ফলে এখন আর তেমন হবে না। গ্যাস বিল বকেয়াজনিত খেলাপি গ্রাহক হওয়ার আশঙ্কা নেই।

ট্যারিফ পরিবর্তনের কারণে বর্ধিত নিরাপত্তা জামানত প্রদানের প্রয়োজন হবে না। গ্রাহক যেমন গ্যাস ব্যবহারে সচেতন হবেন, তেমনই মূল্যবান প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার দীর্ঘায়িত করা সম্ভব হতে পারে। প্রিপেইড মিটার স্থাপনের ফলে গ্রাহকদের মাঝে সচেতনতায় সাশ্রয়ী ব্যবহারে মাসে গ্যাস বিল বাবদ গড়ে ৬০০ থেকে ৭০০ টাকা ব্যয় হতে পারে। গ্রাহক যতটুকু গ্যাস ব্যবহার করবেন, রিচার্জ থেকে ঠিক ততটুকুই বিল কাটা যাবে; রিচার্জকৃত অবশিষ্ট টাকা ব্যালেন্স হিসাবে মিটার অ্যাকাউন্টে জমা থাকবে।

এছাড়াও ইমারজেন্সি ব্যালেন্স সুবিধা থাকায় ব্যালেন্স শেষ হয়ে গেলে গ্যাস সরবরাহ নিরবচ্ছিন্ন থাকবে। গ্রাহকদের উদ্দেশে তিনি আরও বলেন, প্রকল্পের আওতায় বিনামূল্যে প্রিপেইড মিটার স্থাপন করা হচ্ছে। এ কাজে নিয়োজিত ইপিসি ঠিকাদারকে কোনো টাকা দিতে হবে না। কোনো প্রতিনিধি এ বিষয়ে কোনো উৎকোচ দাবি করলে প্রকল্প দপ্তর কিংবা জালালাবাদ গ্যাসের নিকটস্থ অফিসে অভিযোগ দেওয়া হলে সমস্যার সমাধান করা হবে।

তিনি আরও জানান, ব্যবহারগত সুবিধার জন্য প্রতি চুলা/ফ্ল্যাটের জন্য পৃথকভাবে একটি করে প্রিপেইড গ্যাস মিটার স্থাপন করা হবে বিধায় যেসব গ্রাহকের একটি রাইজার থেকে কমন জিআই লাইনের মাধ্যমে একাধিক চুলায় গ্যাস সংযোগ রয়েছে, তাদের জেজিটিডিএসএল-এর তালিকাভুক্ত ১.১ ক্যাটাগরির ঠিকাদার নিয়োজিত করে নিজ খরচে প্রতিটি রান্নাঘর/চুলার জন্য অভ্যন্তরীণ জিআই পাইপলাইন আলাদা/পৃথকীকরণ কাজটি সম্পন্ন করতে হবে।

তবে যেসব গ্রাহকের একটি রাইজারের মাধ্যমে কেবল একটি চুলায় (একক চুলা কিংবা দ্বৈত চুলা) সংযোগ রয়েছে অথবা প্রতিটি চুলার জন্য রাইজার থেকে পৃথক জিআই লাইনের মাধ্যমে সংযোগ রয়েছে, সেসব গ্রাহকের অভ্যন্তরীণ জিআই পাইপলাইনটি লিকেজমুক্ত থাকা সাপেক্ষে সরাসরি প্রিপেইড গ্যাস মিটার স্থাপন করা হবে।

সিলেট নগরীর উপশহর সি ব্লকের বাসিন্দা নুর আহমদ জানান, প্রিপেইড মিটার সংযোগের পরে প্রথম দুই-তিন দিন গ্যাস সরবরাহে সমস্যা হয়েছিল। পরে ঠিকাদারের লোকজন এসে ঠিক করে দিয়ে গেছেন। উপশহর ৪৪নং রোডের গীতা রানি জানান, প্রথম সপ্তাহে চুলা বন্ধ রাখলেও মিটারে ইউনিট উঠত। পরে সংশ্লিষ্টরা এসে বললেন লাইনে লিকেজের জন্য এমন হয়েছে। ঠিক করার পর এখন আর সমস্যা হচ্ছে না। একই এলাকার আসাদ মিয়া জানান, তার বাড়ির চুলা রাতদিন জ্বলত। প্রায় সময়ই কাপড় শুকানো হতো চুলায়। মিটার লাগানো পরে স্ত্রী নিজেই সার্বক্ষণিক চুলা নজরদারিতে রাখেন।

চুলায় আগুন দিতে দেরি হলেও নেভাতে দেরি হয় না। এ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ৫০ হাজার গ্রাহক প্রিপেইড মিটারের আওতায় আসবেন। এ লক্ষ্যে ২০১৯ সালে উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনা (ডিপিপি) মন্ত্রণালয়ে জমা দেয় জালালাবাদ গ্যাস কর্তৃপক্ষ। ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে এ প্রকল্প অনুমোদিত হয়। স্মার্ট প্রিপেইড মিটারে ইমার্জেন্সি ব্যালেন্সের সুবিধা রয়েছে। নিকটস্থ ভেন্ডিং/রিচার্জ স্টেশনে গিয়ে গ্রাহক স্মার্ট কন্টাক্টলেস প্রিপেইড কার্ড রিচার্জ করে মিটার চালু করতে পারবেন। এছাড়া জালালাবাদ গ্যাসের মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে অনলাইনে উপায়, রকেট, বিকাশ প্রভৃতি মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সিস্টেমের মাধ্যমে ঘরে বসে কার্ড রিচার্জ করতে পারবেন।

এ বি এম শামছুল হাসান : পরিচালক (বাণিজ্যিক), যমুনা গ্রুপ

সম্পাদক : **সাইফুল আলম**, প্রকাশক : **সালমা ইসলাম**

প্রকাশক কর্তৃক ক-২৪৪ প্রগতি সরণি, কুড়িল (বিশ্বরোড), বারিধারা, ঢাকা-১২২৯ থেকে প্রকাশিত এবং যমুনা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং লিঃ থেকে মুদ্রিত।

পিএবিএক্স : ৯৮২৪০৫৪-৬১, রিপোর্টিং : ৯৮২৩০৭৩, বিজ্ঞাপন : ৯৮২৪০৬২, ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৩, সার্কুলেশন : ৯৮২৪০৭২। ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৬

E-mail: jugantor.mail@gmail.com

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত

এই ওয়েবসাইটের কোনো লেখা, ছবি, অডিও, ভিডিও অনুমতি ছাড়া ব্যবহার বেআইনি।

Developed by The Daily Jugantor © 2023